দৈনিক সংবাদ

..০৮ 028

31 MAR 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম... ...

ঢাকা : বৃহস্পতিবা

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

শিক্ষক সংকট দূর করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সুপারিশ

।। আবুল কাসেম ।।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শতকরা ৩২ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

শিক্ষক সংকট

(১ম পাতার পর)

জন্য জাতীয় ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা কমিশন সরকারের কাছে- প্রদত্ত তাদের রিপোর্টে মতপ্রকাশ করেছে যে, শিক্ষা সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এ স্তরটিকে চিহ্নিত করতে হবে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে শিক্ষা সংস্কারের সকল আন্দোলন ও পরিবর্তন এ স্তরেই ঘটেছে।

বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বহু শিক্ষকের পদ খালি আছে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষকদের শূন্যপদ-সমূহ পূরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করে।

কমিশন বিদ্যালয় ও কলেজ-গুলোকে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে বলে মন্তব্য করে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও আসবাব-পত্রনিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত বই পত্র সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠাগারের উন্নতি বিধান করা, ক্রমান্বয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পুরোপুরিভাবে সরকারীভাবে প্রদান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর জন্য সরকার হতে নির্দিষ্ট হারে অনুদান প্রদান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত সুবিধাদি নিশ্চিত করা এবং জাতীয়করণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের জন্য কমিশন সুপারিশ করে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট সম্পর্কে কমিশন উল্লেখ করে যে, বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান বিষয়গুলো যথা--গণিত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর আণ্ডার গ্রাজুয়েট স্তরে অনেকগুলো নতুন বিষয় প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয় নিয়ে গ্রাজুয়েট হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গণিত ও পদার্থবিদ্যা না নিয়েই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রতিকারের জন্য কমিশন ৩ বছর মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কমিশন আরো অভিমত প্রকাশ করে যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলে বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু করার পরিবর্তে বড় শহরাঞ্চলে পৃথক বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল মাধ্যমিক স্কুলকে কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের আওতায় আনা উচিত। স্কুলে এ প্রকল্পটি চালু থাকলে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরও প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। নবম ও দশম শ্রেণীর ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরও হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ দেয়া উচিত। স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুল ছুটির পর বৃত্তিমূলক কাজ শিখবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় ও জাতীয় দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশমালায় বলা হয়, সারাদেশে জরিপের মাধ্যমে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় কোথায় এবং কটি প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা, যে সব স্থানে জনসাধারণ স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয়ের জায়গা, গৃহ, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন, সেসব বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা। এক্ষেত্রে সরকার কেবলমাত্র শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের দায়িত্ব বহন করবেন। বিদ্যালয় গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং অন্যান্য সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহন করবেন। যেসব এলাকাবাসী দারিদ্র্যের কারণে বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবেন না, সে সব এলাকায় সরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন, সংরক্ষণ ও আর্থিক সংস্থান করতে হলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সরকার যে পরিমাণ কর আদায় করেন তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার জন্য শিক্ষাকর আদায় করার ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

কমিশন প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী খোলা ও যোগ করার ব্যবস্থা সত্বর করার জন্য সুপারিশ করেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার স্থানীয় জনসাধারণের ওপর বর্তাবে বলে কমিশন মত দিয়েছে। কমিশনের মতে, যারা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান করবেন তাদের অন্তত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

প্রাথমিক ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ব্যাপারে কমিশন প্রস্তাব করেন: শিক্ষার্থীদের যেন জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে, নৈতিক মূল্যবোধের ভিত সৃষ্টি হয় এবং কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ হয়। দেশের শতকরা ৩২ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে কমিশন আহ্বান জানায়। দেশের সমগ্র জনসাধারণকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কমিশন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে।